উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প

(ইউজিডিপি)

স্থানীয় সরকার বিভাগ

প্রকল্প সমাপনী প্রতিবেদন

উপজেলা পরিষদ

শান্তিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ

সহযোগিতায়: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও
জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি(জোইকা)

অধ্যায় ১: উপজেলা পটভূমি

১.১ উপজেলার সাধারণ পরিচিতি

১ পরিচিতি ও ভৌগোলিক অবস্থানঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, উপ-২ শাখার ১৮-০৭-২০০৬ খ্রিঃ/ ০২ শ্রাবণ ১৪১৩ বাংলা এর প্রজ্ঞাপন মতে ২৭ জুলাই ২০০৬ তারিখ প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেট এ সাবেক সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার ০৮ টি ইউনিয়ন পরিষদ নিয়ে দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলা ঘোষনা করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ০১-০৭-২০০৬ ১১ তারিখ হতে দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলা নবসৃষ্ট উপজেলা হিসাবে কার্যক্রম শুরু করে। সুনামগঞ্জ জেলা শহর থেকে ১৭ কিঃমিঃ দক্ষিণে সিলেট সুনামগঞ্জ মহাসড়কের পাশে জয়কলস ইউনিয়নের শান্তিগঞ্জ নামক স্থানে দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলা পরিষদ অবস্থিত যা বর্তমানে শান্তিগঞ্জ উপজেলা। ইহা ৯১.১৭ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ হতে ৯১.৩২ ডিগ্রীর মধ্যে এবং ২৪.৫০ ডিগ্রী উত্তর দ্রাঘিমাংশ হতে ২৪.৬২ ডিগ্রী উত্তর দাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এ উপজেলার আয়তন ২৮৬.২৫ বর্গকিলো মিটার। উত্তরে সুনামগঞ্জ সদর, দক্ষিনে জগন্নাথপুর , পূর্বে ছাতক ও জগন্নাথপুর এবং পশ্চিমে দিরাই ও জামালগঞ্জ উপজেলা। উপজেলাটি হাওর বেষ্টিত। এই উপজেলার মোট জনসংখ্যা ১,৮৩,৮৮১ জন (২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী) প্রতি বর্গ কিমি. এ জনসংখ্যার ঘনত্ব ৬০৭ জন। মোট মৌজা ১১৮টি এবং মোট গ্রাম ১৭৮ টি।

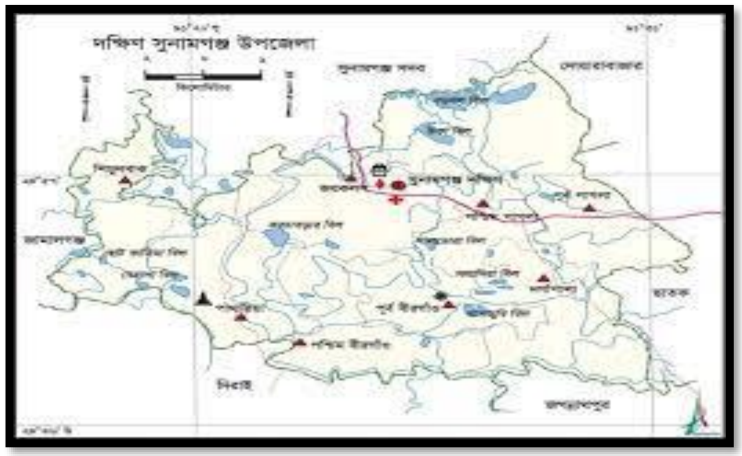

দর্শনীয় স্থান :

পাগলা মসজিদ

সুনামগঞ্জ জেলা সদর থেকে ২০ কিঃমিঃ দক্ষিণে সিলেট সুনামগঞ্জ মহাসড়কের পাশে শান্তিগঞ্জ উপজেলার পাগলা ইউনিয়নের অন্তর্গত মহাসিং নদীর তীরে পাগলা রায়পুর গ্রামে পাগলা মসজিদ অবস্থিত। মূলত নির্মাণ শৈলি ও অপূর্ব কারুকাজের জন্য এই মসজিদটি বিখ্যাত। এলাকার ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ইয়াছিন মির্জা এ মসজিদটির প্রতিষ্ঠাতা। ব্যবসা উপলক্ষ্যে তিনি ভারতের কলকাতাসহ ভারত বর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করতেন। ভ্রমনের সুবাদে বিভিন্ন জায়গার স্থাপত্য শৈলী দেখে তিনি এই মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ

গ্রহণ করেন। ১৯৩১ সালে নির্মাণ কাজ শুরু করে টানা দশ বছর কাজ করে মসজিদটির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন। কলকাতা থেকে মসজিদটির প্রধান মিস্ত্রি আনা হয়েছে। দোতলা মসজিদটির দৈর্ঘ্য ১৫০ মিটার, প্রস্থ ৫০ মিটার। গুম্বুজের উচ্চতা ২৫ ফুট, দেয়ালের পুরুত্ব ১০ ফুট। মসজিদে ০৩ টি গুম্বুজ ও ০৬ টি সুউচ্চ মিনার রয়েছে। তৎকালীন সময়ে নির্মাণ ব্যয় হয়েছিল দশ লক্ষ টাকা। এলাকায় এ মসজিদ রায়পুর বড় মসজিদ নামেও পরিচিতি।

রাধামাধব জিউড় আখড়া:

আনুমানিক দুইশত বছর পূর্বে জানকিমা নামে একজন বৈষ্ণবী রাধামাধব জিউড় আখড়া প্রতিষ্ঠা করেন। পাথারিয়া ইউনিয়নে একশত দশ একর জায়গার উপর আখড়াটি অবস্থিত। দেবতার সন্তোষ্টির উদ্দেশ্যে পুজা পার্বন করা আখড়াটির মূল উদ্দেশ্য। এখানে দোলযাত্রা, রথযাত্রা, দোল পূর্ণিমা ইত্যাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়ে থাকে। বর্তমানে ইসকন নামে একটি হিন্দুধর্মী প্রতিষ্ঠান আখড়াটি পরিচালনা করছে।

দেখার হাওড়ঃ

হাওরের জীব বৈচিত্র্য ও নৈসর্গিক দৃশ্য সম্বলিত দেখার হাওরটির অবস্থান সিলেট সুনামগঞ্জ মহাসড়ক ঘেঁষে। চারটি উপজেলা বেষ্টিত এই হাওরটি জেলার অন্যতম বড় হাওর। সুনামগঞ্জ সদর, শান্তিগঞ্জ, দোয়ারা বাজার এবং ছাতক উপজেলায় এ হাওর বিস্তৃত। দেশের বোর ধানের ভান্ডার হিসেবে এ হাওর পরিচিত। ধানী জমির পরিমাণ প্রায় চব্বিশ হাজার হেক্টর। হিজল-করচ, নলখাগড়াসহ অনেক জলজ উদ্ভিদ এ হাওরে আছে। বর্ষাকালে এ হাওরকে অনেক সুন্দর দেখায়, দূর থেকে মনে হয় এটি একটি উপ সাগর। বর্ষার রাতে জ্যোৎস্নায় ভেসে যায় দূরের গ্রাম। অন্ধকার রাতে নৌকায় মিটিমিটি বাতি দেখা যায়।

১.২ প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য ও পরিধি

লক্ষ্য:

উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রণয়নের মূল লক্ষ্য হলো প্রকল্পের সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, অর্জিত ফলাফল এবং শিখনীয় অভিজ্ঞতাসমূহ পদ্ধতিগতভাবে দলিলভুক্ত করা। এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে প্রকল্পের সাফল্য, সীমাবদ্ধতা এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়নের সম্ভাব্য ক্ষেত্রসমূহ বিশ্লেষণ করে, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করা হবে। পাশাপাশি, উপজেলা পরিষদের প্রশাসনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, জনঅংশগ্রহণ সম্প্রসারণ এবং জবাবদিহিতামূলক ও স্বচ্ছ পরিচালনা ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রকল্পের ভূমিকা মূল্যায়ন করা হবে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর, দায়িত্বশীল এবং জনগণমুখী করার ক্ষেত্রে প্রকল্প কীভাবে অবদান রেখেছে তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হবে। এই সমাপ্তি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান এবং ভবিষ্যৎ প্রকল্প পরিকল্পনাকারীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স দলিল হিসেবে কাজ করবে।

উদ্দেশ্য:

সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রণয়নের উদ্দেশ্য হলো প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত উন্নয়ন উদ্যোগগুলোর কার্যকারিতা, ফলাফল ও প্রভাব মূল্যায়ন করা এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় অর্জিত শিক্ষনীয় বিষয়সমূহ চিহ্নিত করা। এই প্রতিবেদন প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় অর্জিত অভিজ্ঞতা সংরক্ষণ করে ভবিষ্যতে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। একইসঙ্গে, প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় উদ্ভূত চ্যালেঞ্জসমূহ ও গৃহীত করণীয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রকল্প পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় প্রমাণভিত্তিক সুপারিশ প্রদান করা হবে। এছাড়া, উপজেলা পর্যায়ে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা ও বাজেট প্রক্রিয়ার শক্তিশালীকরণে প্রকল্পের অবদান মূল্যায়ন করা এবং জনগণের চাহিদা ও প্রত্যাশার আলোকে সেবার মানোন্নয়নের জন্য সুপারিশ প্রদান করা হবে। সর্বোপরি, নীতিনির্ধারক ও উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ব্যবহারযোগ্য তথ্য এবং বাস্তবভিত্তিক সুপারিশ প্রদান করাই এই প্রতিবেদনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

পরিধি:

এ সমাপ্তি প্রতিবেদনের পরিধির আওতায় শান্তিগঞ্জ উপজেলার শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক উপ-প্রকল্পসমূহের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এবং অর্জিত ফলাফল সুনির্দিষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হবে। শিক্ষাখাতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সম্প্রসারণ এবং শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের কার্যক্রমসমূহ মূল্যায়ন করা হবে। স্বাস্থ্যখাতে সেবার পরিধি বৃদ্ধি, মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য উন্নয়ন, স্বাস্থ্য সচেতনতা কার্যক্রম এবং জনগণের স্বাস্থ্যসেবায় প্রবেশাধিকারের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে। সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদ এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ফলাফল ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার টেকসই উন্নয়ন বিশ্লেষণ করা হবে। প্রতিবেদনে প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ, ব্যবহৃত কৌশল, শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতা এবং উত্তরণের উপায়সমূহ বিশেষভাবে উল্লেখ থাকবে। প্রকল্পের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রভাব, অংশীজনের অংশগ্রহণ এবং সেবাগ্রহীতাদের সন্তুষ্টির মাত্রা মূল্যায়ন করা হবে। সর্বোপরি, অর্জিত সফলতা ও সীমাবদ্ধতার আলোকে ভবিষ্যৎ উন্নয়ন উদ্যোগের জন্য প্রমাণভিত্তিক সুপারিশ প্রদানই এই প্রতিবেদনের মূল পরিধি নির্ধারণ করবে।

অধ্যায় ২: পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন

উপজেলা পরিষদের পরিচালন ব্যবস্থা প্রতিপালন করা কেন গুরুত্বপূর্ণ:

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর হলো উপজেলা পরিষদ, যা জনগণের নিকট সরকারি সেবা পৌঁছে দিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এর সুষ্ঠু ও কার্যকর পরিচালনা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিশ্চিত করে এবং সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ ও জবাবদিহিতার পরিবেশ তৈরি করে। একটি সুসংগঠিত উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও তদারকির মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, অবকাঠামো ইত্যাদি খাতে পরিষদের নিরবিচ্ছিন্ন সেবা কার্যক্রম জনগণের জীবনমান উন্নয়নে সরাসরি প্রভাব ফেলে।

উপজেলা পরিষদের সকল কার্যক্রম নির্দিষ্ট আইন ও বিধিমালার অধীনে পরিচালিত হওয়ায় এটি প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আইনানুগ কাঠামোর মধ্য থেকে পরিষদের কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়, যা জনগণের আস্থা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ। অতএব, উপজেলা পরিষদের পরিচালন ব্যবস্থার যথাযথ প্রতিপালন কেবল একটি প্রশাসনিক প্রয়োজন নয় বরং এটি জনগণের কল্যাণ, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতা এবং একটি টেকসই উন্নয়ন ও সুশাসন ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান শর্ত।

উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ এবং এর ২০১১ সালের সংশোধনীতে পরিষদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট ও সুশাসনভিত্তিক কাঠামো নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সঠিকভাবে প্রতিপালনের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে সেবা প্রদান, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়। আইন অনুযায়ী, **ধারা ৩৬**-এ বলা হয়েছে যে -উপজেলা পরিষদ **পঞ্চবার্ষিক ও বার্ষিক ভিত্তিতে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন** ও বাস্তবায়ন করবে এবং প্রতি অর্থবছরের জন্য একটি আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত **বাজেট** প্রস্তুত ও অনুমোদন করতে হবে। একই ধারায় এডিপি কার্যক্রমের **বাস্তবায়ন প্রতিবেদন**, **বার্ষিক আর্থিক বিবরণী** প্রস্তুত ও **তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা** নিয়োগের বিষয়েও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। **ধারা ৩১** অনুযায়ী, পরিষদকে মাসে অন্তত একটি **মাসিক সাধারণ সভা** আয়োজন করতে হবে, যেখানে বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। **ধারা ২২(২)** অনুসারে, পরিষদকে ১৭টি **উপজেলা কমিটি** (স্থায়ী কমিটি) গঠন ও পরিচালনা করতে হবে এবং প্রতি দুই মাসে অন্তত একটি করে সভা আয়োজনের মাধ্যমে কার্যক্রম তদারকি নিশ্চিত করতে হবে। এসব ব্যবস্থার লক্ষ্য হলো উপজেলা পরিষদের কার্যক্রমকে আইনানুগ, সমন্বিত ও সুশাসনভিত্তিক কাঠামোয় পরিচালনা করা, যাতে করে জনগণের অংশগ্রহণ, জবাবদিহিতা ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা পায়।

২.১ শান্তিগঞ্জ উপজেলা পরিষদের পরিচালন ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা:

ইউজিডিপি প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির আগে শান্তিগঞ্জ উপজেলার পরিচালন ব্যবস্থা দুর্বল ছিল। ইউজিডিপির কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন ভিত্তিক পদক্ষেপের ফলে ধীরে ধীরে গভার্নেন্স ইন্ডিকেটরগুলো প্রতিপালিত হচ্ছে । মাসিক সভা, বার্ষিক বাজেট ও পরিকল্পনা এখন নিয়মিত হচ্ছে। ই-জিপি চালু হওয়ার ফলে কেনাকাটায় স্বচ্ছতা এসেছে।

উপজেলা পরিষদের পরিচালন ব্যবস্থা বর্তমানে সুশৃঙ্খল, জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ কাঠামোর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। পরিষদ পঞ্চবার্ষিক ও প্রতিবছর বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অনুমোদন করে, যার ভিত্তিতে বাজেট প্রস্তুত হয় এবং তা সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহ ও ইউনিয়ন পরিষদের সমন্বয়ে নিয়মতান্ত্রিকভাবে বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখে। উপজেলা প্রকৌশল দপ্তর উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সুশাসনের অংশ হিসেবে সিটিজেন চার্টার, বাজেট, উন্নয়ন পরিকল্পনা, এডিপি প্রতিবেদন, মাসিক ও উপজেলা কমিটির সভার কার্যবিবরণী এবং তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার তথ্য নিয়মিতভাবে উপজেলা পরিষদের ওয়েব পোর্টালে প্রকাশ করা হয়।

মাসিক সভায় বিভিন্ন দপ্তরের কার্যক্রম উপস্থাপনের মাধ্যমে জনচাহিদা নিরূপণ ও সেবা প্রদান নিশ্চিত করা হয়। ইউজিডিপি প্রকল্পের সহায়তায় উপজেলা পরিষদের ওয়েব পোর্টাল হালনাগাদ, উপজেলা কমিটির সভা নিয়মিতকরণ, সময়মতো বাজেট ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, এবং বিভাগসমূহের কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত করা হচ্ছে। তবে ৫ আগস্ট ২০২৪-এ উপজেলা চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান অপসারণজনিত কারণে কমিটির সভাসমূহে স্থবিরতা দেখা দেয়। পরবর্তীতে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় এবং ইউজিডিপি প্রকল্পের পরামর্শে সভাগুলো পুনরায় সচল করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাপতিত্বে উপজেলা কমিটির সভাসমূহ নিয়মিতভাবে আয়োজন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং ওয়েব পোর্টাল হালনাগাদ প্রক্রিয়াও চলমান রয়েছে। এ সকল পদক্ষেপ শান্তিগঞ্জ উপজেলায় সুশাসনের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপনে অবদান রাখছে।

নিম্নে ছকের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের সুশাসন বা পরিচালন ব্যবস্থার বর্তমান প্রেক্ষপট তুলে ধরা হলোঃ

ক্রমিক নং	পরিচালন ব্যবস্থার সূচক	নিয়মিত হয় কি?		গত অর্থ বছরের চিত্র	চলতি অর্থ বছরের চিত্র	ওয়েবপোর্টালে আপলোড করা হয়েছে কি?		মন্তব্য
১	উপজেলা পরিষদের মাসিক সভা	হ্যাঁ		নিয়মিত	চলমান (১০)	হ্যাঁ		
২	১৭টি উপজেলা কমিটির সভা		অনিয়মিত		অনিয়মিত		না	
৩	বাজেট প্রনয়ন	হ্যাঁ		হয়েছে	হয়েছে	হ্যাঁ		
৪	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা	হ্যাঁ		হয়েছে	হয়েছে	হ্যাঁ		
৫	পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা	হ্যাঁ		হয়েছে	চলমান	হ্যাঁ		
৬	প্রকল্প বাছাই কমিটির সভা	হ্যাঁ		হয়েছে	হয়েছে			
৭	এডিপি প্রতিবেদন	হ্যাঁ		হয়েছে	হয়েছে	হ্যাঁ		
৮	বার্ষিক আয়-ব্যয় বিবরণী	হ্যাঁ		হয়েছে	হয়েছে		না	
৯	তথ্য প্রদানকরী কর্মকর্তা নিয়োগ	হ্যাঁ		নিয়োজিত	আছে	হ্যাঁ		
১০	সিটিজেন চার্টার	হ্যাঁ		হয়েছে	আছে	হ্যাঁ		
১১	সম্পদ রেজিস্টা হালনাগাদ করণ	হ্যাঁ		হয়েছে	হয়েছে		না	
১২	নিয়মিত ওয়েবপোর্টাল হালনাগাদ করণ	হ্যাঁ		হয়েছে	চলমান	-	-	
১৩	গনশুনানী	হ্যাঁ		হয়েছে	চলমান			

২.২ কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন (PA) ফলাফল বিশ্লেষণ

ইউজিডিপি-তে অন্তর্ভুক্তির পূর্বে পরিচালন ব্যবস্থার দৃশ্যপট:

শান্তিগঞ্জ উপজেলা পরিষদের পরিচালন ব্যবস্থা ইউজিডিপি-তে (উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প) অন্তর্ভুক্তির পূর্বে ছিল যথেষ্ট দুর্বল ও অপরিকল্পিত। প্রকল্পের মূল মূল্যায়ন কাঠামো - পারফরম্যান্স অ্যাসেসমেন্ট (PA) বা কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন-অনুযায়ী প্রয়োজনীয় গভার্নেন্স ইন্ডিকেটরসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন না করায় উপজেলা পরিষদ ইউজিডিপির প্রথম চারটি অর্থবছরে ধারাবাহিকভাবে প্রকল্পের আর্থিক সহায়তা থেকে বঞ্চিত হয়। এ সময়ের মধ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, মাসিক সভা আয়োজন, বাজেট বাস্তবায়ন,এডিপি প্রতিবেদন, তথ্য প্রকাশ ও উপজেলা কমিটির সভাসমূহের কার্যক্রম ছিল অনিয়মিত এবং স্বচ্ছতার ঘাটতি ছিল প্রকট। এই অব্যবস্থাপনার ফলে উপজেলা পরিচালন ব্যবস্থার উপর প্রকল্পের আস্থা হ্রাস পায় এবং শান্তিগঞ্জ উপজেলা পরিষদ ইউজিডিপি- হতে অতিরিক্ত উন্নয়ন সহায়তা (প্রায় ২ কোটি টাকা) প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়। নিচের ছকে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির পূর্ববর্তী সময়ে শান্তিগঞ্জ উপজেলার পরিচালন ব্যবস্থার দুর্বলতার চিত্র সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে।

পর্যায়	অর্থ বছর	প্রাপ্ত নম্বর	মোট নম্বর	ফলাফল
১	২০১৬-১৭ (প্রথম পর্যায়)	২২	১০০	অকৃতকার্য
২	২০১৭-১৮ (দ্বিতীয় পর্যায়)	২২	১০০	অকৃতকার্য
৩	২০১৮-১৯ (তৃতীয় পর্যায়)	১৭	১০০	অকৃতকার্য
৪	২০১৯-২০ (চতুর্থ পর্যায়)	১৪	১০০	অকৃতকার্য

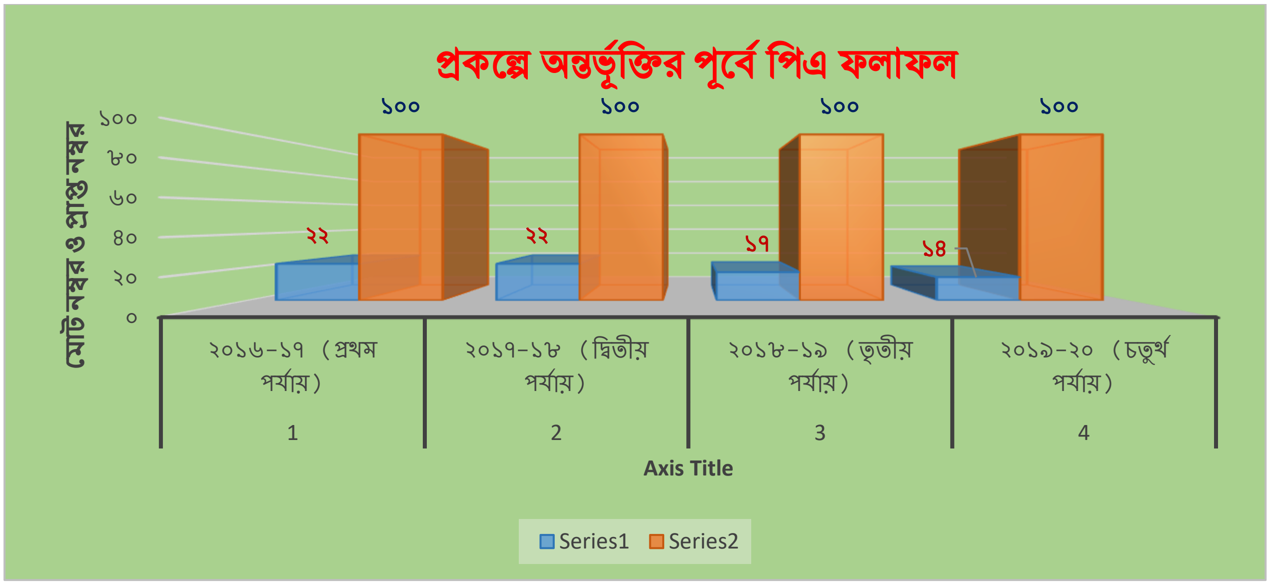

ইউজিডিপি-তে অন্তভূক্তির পরে পরিচালন ব্যবস্থার দৃশ্যপট:

পঞ্চম পর্যায়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্পে শান্তিগঞ্জ উপজেলার অন্তর্ভুক্তির পর থেকে অত্র উপজেলার পরিচালন ব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। নিম্নে ছকে প্রকল্প কর্তৃক বাস্তবায়িত কর্মদক্ষতা মূল্যায়নে শান্তিগঞ্জ উপজেলার অবস্থান তুলে ধরা হলোঃ

পর্যায়	অর্থ বছর	প্রাপ্ত নম্বর	মোট নম্বর	ফলাফল
৫	২০২০-২১ (পঞ্চম পর্যায়)	৪৯	১০০	কৃতকার্য
৬	২০২১-২২ (৬ষ্ঠ পর্যায়)	৯৪	১০০	কৃতকার্য

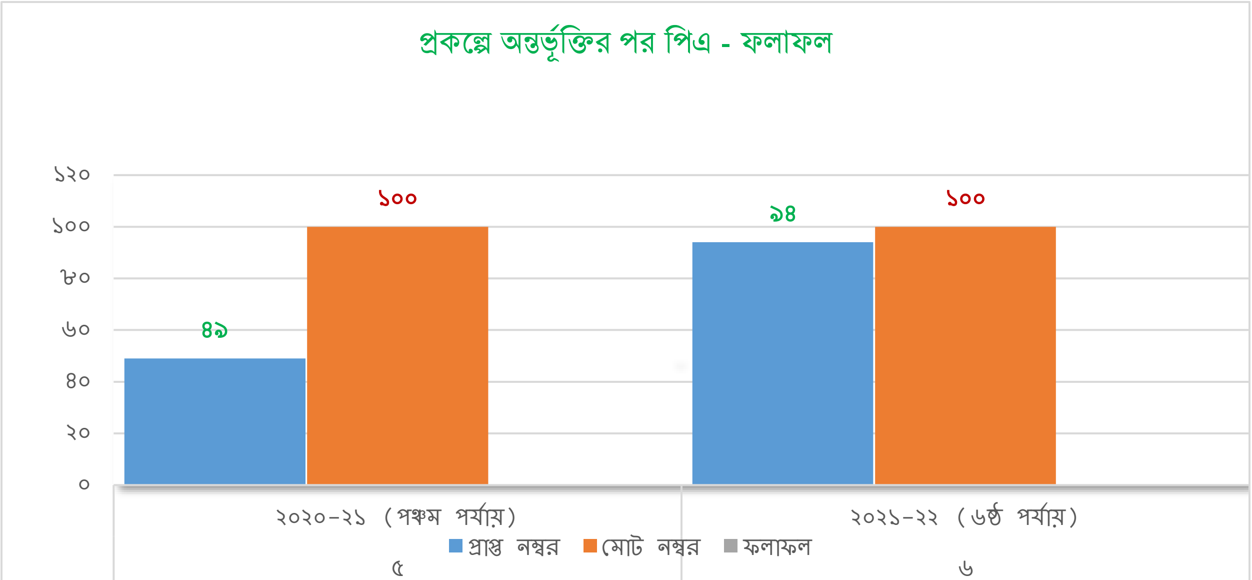

অধ্যায় ৩: প্রকল্প অর্থায়ন

শান্তিগঞ্জ উপজেলা ২২ এপ্রিল ২০২২ খ্রিস্টাব্দে উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প থেকে প্রথম উন্নয়ন সহায়তার বরাদ্দ প্রাপ্ত হয় এবং ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে সর্বশেষ বিল পরিশোধের মাধ্যমে ৬ষ্ঠ পর্যায়ে ব্যয়ের পরিসমাপ্তি ঘটে। উপজেলা পরিষদ সর্বমোট ১,০০,৮৩,২৩৩/- টাকার উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে যারমধ্যে বাংলাদেশ সরকারের অংশীদারিত্ব ১৬,৬১,৫৯২/- টাকা এবং উন্নয়ন সহযোগী জাইকার লোন সহযোগিতা ৮৪,২১,৬৪১/- টাকা।

অর্থবছর	৫ম পর্যায়			৬ষ্ঠ পর্যায়		
	২০২০-২১			২০২১-২২		
	অবকাঠামোমূলক উন্নয়ন	সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক উন্নয়ন	মোট বরাদ্দ	অবকাঠামোমূলক উন্নয়ন	সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক উন্নয়ন	মোট বরাদ্দ
জাইকা	৩৮,৫৬,১০০.০০	১০,০০,০০০.০০	৪৮,৫৬,১০০.০০	৩৫,৬৫,৫৪১.০০	-	৩৫,৬৫,৫৪১.০০
জিওবি	৭,৩৮,৫৩৪.০০	৫৬,২১১.০০	৭,৯৪,৭৪৫.০০	৮,৬৬,৮৪৭.০০	-	৮,৬৬,৮৪৭.০০
প্রাপ্ত বরাদ্দ	৪৫,৯৪,৬৩৪.০০	১০,৫৬,২১১.০০	৫৬,৫০,৮৪৫.০০	৪৪,৩২,৩৮৮.০০	-	৪৪,৩২,৩৮৮.০০
এ পর্যন্ত প্রাপ্ত সর্বমোট বরাদ্দ: ১,০০,৮৩,২৩৩/- টাকা। (জাইকা: ৮৪,২১,৬৪১/- টাকা এবং জিওবি: ১৬,৬১,৫৯২/- টাকা)						

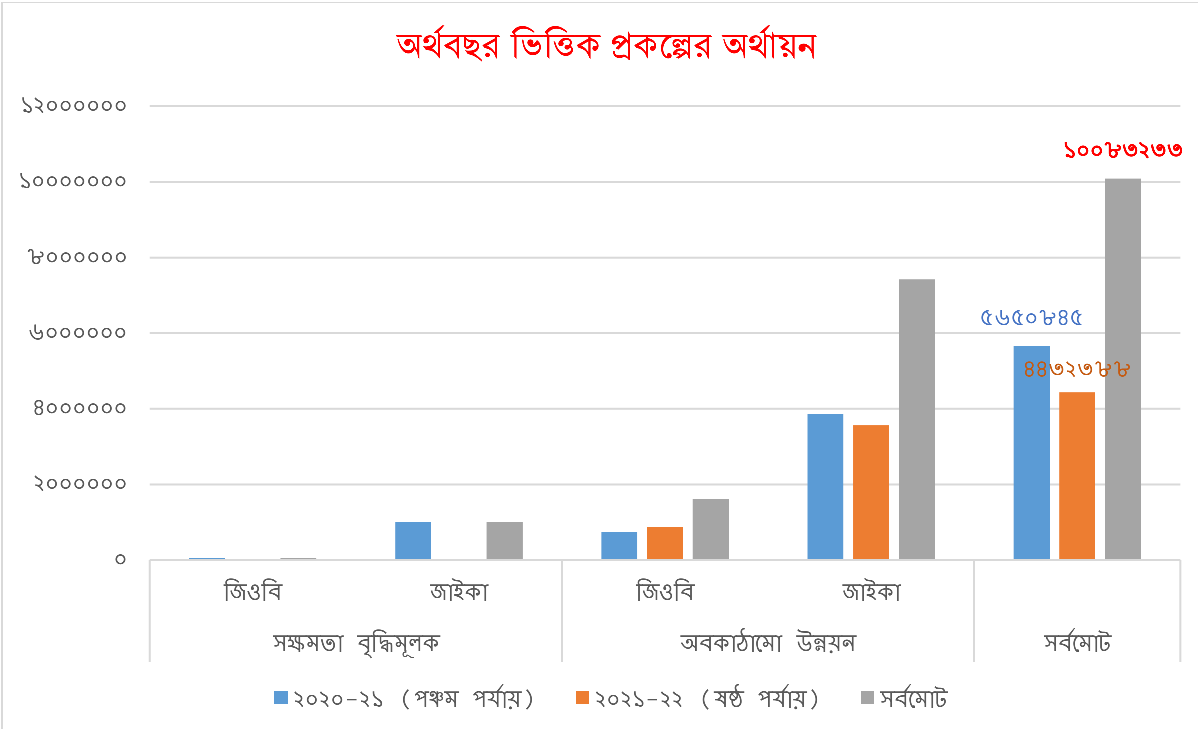
অর্থবছর ভিত্তিক প্রকল্পের অর্থায়ন
১২০০০০০০
১০০০০০০০
৮০০০০০০
৬০০০০০০
৪০০০০০০
২০০০০০০
০
১০০৮৩২৩৩
৫৬৫০৮৪৫
৪৪৩২৩৮৮
জিওবি
জাইকা
জিওবি
জাইকা
সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক
অবকাঠামো উন্নয়ন
সর্বমোট
২০২০-২১ (পঞ্চম পর্যায়)
২০২১-২২ (ষষ্ঠ পর্যায়)
সর্বমোট

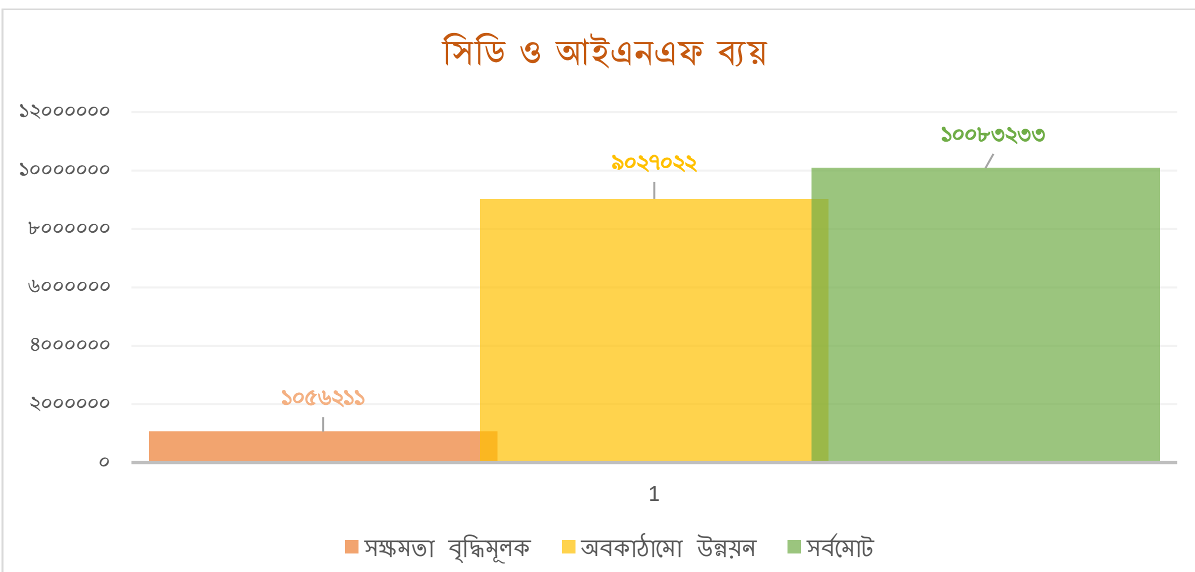
সিডি ও আইএনএফ ব্যয়
১২০০০০০০
১০০০০০০০
৮০০০০০০
৬০০০০০০
৪০০০০০০
২০০০০০০
০
১০০৮৩২৩৩
৯০২৭০২২
১০৫৬২১১
1
সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক
অবকাঠামো উন্নয়ন
সর্বমোট

অধ্যায় ৪: উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন

৪.১ উন্নয়ন প্রকল্পে প্রদত্ত সহায়তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্পের (ইউজিডিপি) মাধ্যমে শান্তিগঞ্জ উপজেলায় ০৬টি সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক উপ-প্রকল্প এবং ০৪টি অবকাঠামো উন্নয়নমূলক উপ-প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। যার মাধ্যমে উপজেলার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, মহিলাদের আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড এবং বেকার যুব ও যুবমহিলাদের ডিজিটাল মার্কেটিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে এসডিজি অর্জনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

৪.২ সক্ষমতা উন্নয়নমূলক উপ-প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও ফলাফল

সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক উপ-প্রকল্পের আওতায় ০৬ টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে, যা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, প্রজনন স্বাস্থ্য বিষযে সচেতনতা বৃদ্ধি ও সংবেদনশীলকরণে এবং গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে।

বাস্তবায়িত সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক উপ-প্রকল্পসমূহের সার সংক্ষেপঃ

উপ-প্রকল্পের নাম	পুরুষ	মহিলা	মোট	বাজেট(ভ্যাট ও ট্যাক্সসহ))	প্রশিক্ষণের সময়কাল	এসডিজি
মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের ইংরেজি বিষয়ে প্রশিক্ষণ	৩১	০৪	৩৫	১,৫৯,৯১৪	৪	৪
মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের ইংরেজি বিষয়ে প্রশিক্ষণ	৩৩	০২	৩৫	১,৫৯,৯১৪	৪	৪
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের (মেয়েদের) প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক ক্যাম্পেইন	০	১৯০০	১৯০০	১,৯২,২১৫	৬	৩
শীতল পাটি প্রস্তুত পেশায় জড়িত জনগোষ্ঠীকে শীতলপাটি বুনন ও আধুনিকায়নের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	০	২০	২০	১,৮৩,৫১৩	১০	৮
সমবায়ী গ্রামীন মহিলাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য বাঁশ ও বেতের মালামাল তৈরীর প্রশিক্ষণ।	০	২৫	২৫	১,৭৪,৯১৩	৭	৮
শিক্ষিত বেকার যুব ও যুবমহিলাদের ডিজিটাল মার্কেটিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ।	১১	০৯	২০	১,৮৫,৭৪২	১০	৮
	৭৫	**১৯৬০**	**২০৩৫**	**১০,৫৬,২১১**		

শান্তিগঞ্জ উপজেলা সুনামগঞ্জ জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা হলেও বিভিন্ন মৌলিক খাত-বিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থায়-এলাকাটি এখনও উল্লেখযোগ্যভাবে পিছিয়ে রয়েছে। এছাড়াও, এ উপজেলার জনগণের মধ্যে সচেতনতার অভাব স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে নারীরা এ দিক থেকে অধিক পিছিয়ে আছে। তাই উপজেলার সার্বিক উন্নয়ন এবং নারীর কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শান্তিগঞ্জ উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানগণ, স্থানীয়

জনপ্রতিনিধিগণ এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার সম্মিলিতভাবে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে বিভিন্ন সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক উপ-প্রকল্প গ্রহণ করেছেন।

সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক উপ-প্রকল্পের আওতায় শান্তিগঞ্জ উপজেলার ২০৩৫ জন প্রশিক্ষণার্থী/অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ/সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহণ করেছে, যারমধ্যে ১৯৬০ জন নারী এবং ৭৫ জন পুরুষ।

উপ-প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে মোট ব্যয় হয়েছে **১০,৫৬,২১১/-** টাকা, যারমধ্যে জিওবি সহযোগিতা হলো **৫৬,২১১/-** টাকা এবং জাইকার সহযোগিতা হলো **১০,০০,০০০/-** টাকা।

উপ-প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর দক্ষতা ও সচেতনতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ইংরেজি ও গণিত বিষয়ের উপর শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ফলে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা আরও কার্যকরভাবে ইংরেজি ও গণিত বিষয় সহজে আয়ত্ব করতে পারবে, যা তাদের একাডেমিক উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে এবং সামগ্রিকভাবে শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে। প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে কিশোরী শিক্ষার্থীরা নিজেদের স্বাস্থ্য সচেতনতা ও সুরক্ষা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করেছে, যা তাদের ভবিষ্যত সুস্থ জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

অন্যদিকে, শীতল পাটি, বাঁশ ও বেত শিল্পের সাথে জড়িত জনগোষ্ঠীর জন্য প্রদত্ত প্রশিক্ষণ তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করে আয় বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি করেছে। ডিজিটাল মার্কেটিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষিত বেকার যুবক ও যুব মহিলারা অনলাইনে কাজের দক্ষতা অর্জন করেছে, যা আত্মকর্মসংস্থানের পথ তৈরি করেছে। এসব কার্যক্রমের সম্মিলিত প্রভাব হিসেবে সমাজে আত্মনির্ভরশীলতা, নারীর ক্ষমতায়ন ও স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

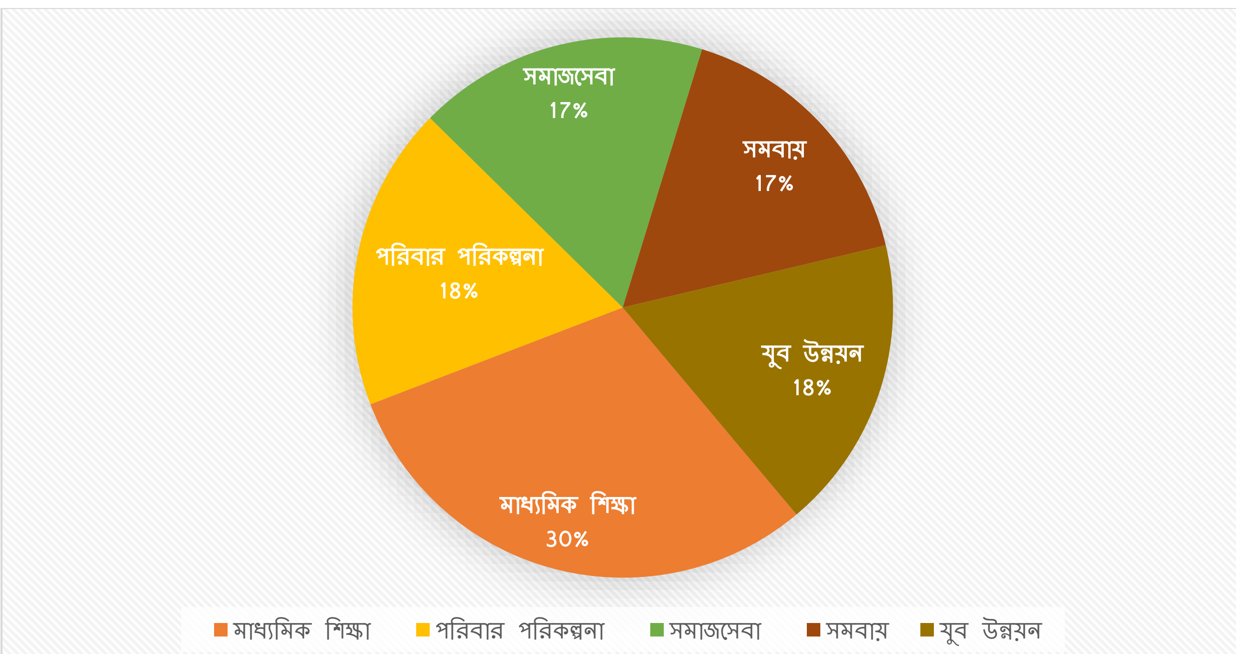

৪.৩ অবকাঠামো উন্নয়নমূলক উপ-প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও ফলাফল

শান্তিগঞ্জ উপজেলা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। অবকাঠামো উন্নয়নমূলক উপ-প্রকল্পের আওতায় ০৪ টি জনগুরুত্বপূর্ণ উপ-প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।যার মাধ্যমে উপজেলার সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগতমান বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্য খাতে মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নে এবং প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারি নিশ্চিতকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে।

বাস্তবায়িত অবকাঠামো উন্নয়নমূলক উপ-প্রকল্পের সার সংক্ষেপঃ

অবকাঠামো উন্নয়ন উপ-প্রকল্পের নাম	উপকারভোগীর সংখ্যা			ব্যয়			অর্থবছর
	পুরুষ	নারী	মোট	জাইকা	জিওবি	মোট	
শান্তিগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজে উচু-নীচু বেঞ্চ সরবরাহ	১৩০০	১০০০	২৩০০	২৮,০০,০০০/-	৬,১৪,৬৩৪/-	৩৪,১৪,৬৩৪/-	২০২০-২১
বিভিন্ন ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্র এবং কমিউনিটি ক্লিনিকে ডেলিভারী বেড এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ	১২০০	১৭০০	২৯০০	১০,৫৬,১০০/-	১,২৩,৯০০/-	১১,৮০,০০০/-	
শান্তিগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উচু নীচু বেঞ্চ সরবরাহ	১০০০	১০০০	২০০০	২৭,৬০,৭১১/-	৬,৯০,১৭৭/-	৩৪,৫০,৮৮৮/-	২০২১-২২
শান্তিগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় উচু নীচু বেঞ্চ সরবরাহ	৩৫০	৩৫০	৭০০	৮,০৪,৮৩০/-	১,৭৬,৬৭০/-	৯,৮১,৫০০/-	
সর্বমোট	**৩৮৫০**	**৪০৫০**	**৭৯০০**	**৭৪,২১,৬৪১/-**	**১৬,০৫,৩৮১/-**	**৯০,২৭,০২২/-**	

COVID-১৯ মহামারির প্রভাবে দীর্ঘ সময় শিক্ষা কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে এবং ২০২২ সালের ভয়াবহ বন্যা শান্তিগঞ্জ উপজেলার শিক্ষা ব্যবস্থায় মারাত্মক প্রভাব ফেলে। বন্যার ফলে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাঠের তৈরি বেঞ্চ নষ্ট হয়ে যায়। পূর্ব থেকেই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেঞ্চের স্বল্পতা বিরাজমান ছিল, যার ফলে শিক্ষার্থীদের বসার স্থান সংকট দেখা দেয় এবং শ্রেণিকক্ষে পাঠদান কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়।বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ উপজেলা পরিষদে বেঞ্চের চাহিদাপত্র দাখিল করেন। যার ফলশ্রুতিতে সকলের কাছে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচু নীচু বেঞ্চ সরবরাহ উপ-প্রকল্পসমূহ গুরুত্ব পায় এবং বাস্তবায়ন করা হয়।

শান্তিগঞ্জ উপজেলার শিক্ষা খাতে বাস্তবায়িত উঁচু-নিচু বেঞ্চ সরবরাহ প্রকল্পগুলো একটি সময়োপযোগী, চাহিদাভিত্তিক এবং ফলপ্রসূ উদ্যোগ।যার মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ের ৩৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫০১ জোড়া এবং মাধ্যমিক পর্যাযের ২৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৬০৬ জোড়া বেঞ্চ সরবরাহ করা হয়। অর্থাৎ ৩টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সর্বমোট ৬২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সর্বমোট ১১০৭ জোড়া উচু-নীচু বেঞ্চ সরবরাহ করা হয়। এটি শুধু শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামোগত ঘাটতি পূরণ করেনি, বরং শিক্ষার পরিবেশকে মানবিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তুলেছে। দীর্ঘমেয়াদে এ প্রকল্পগুলো শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং শিক্ষার্থীবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবার গুণগতমান বৃদ্ধির জন্য এবং বিভিন্ন সার্ভিস ডেলিভারি সেন্টারে প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারি সেবা প্রদান করার জন্য ৫টি এফডব্লিউসি এবং ৫টি কমিউনিটি ক্লিনিকে ডেলিভারি টেবিল এবং হাসপাতাল বেডসহ আরো কিছু অতি প্রয়োজনীয় মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে।যা গ্রামীণ পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবার মান বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে।

উপ-প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে সর্বমোট ব্যয় হয়েছে, **৯০,২৭,০২২/-** টাকা। যারমধ্যে জিওবি অংশ হলো **১৬,০৫,৩৮১/-** টাকা এবং জাইকার সহযোগিতা হলো **৭৪,২১,৬৪১/-** টাকা। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের উন্নয়ন ব্যয় ছিল **৩৪,৫০,৮৮৮/-** টাকা, মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগের উন্নয়ন ব্যয় **৪৩,৯৬,১৩৪/-** টাকা এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উন্নয়ন ব্যয় **১১,৮০,০০০/-** টাকা।

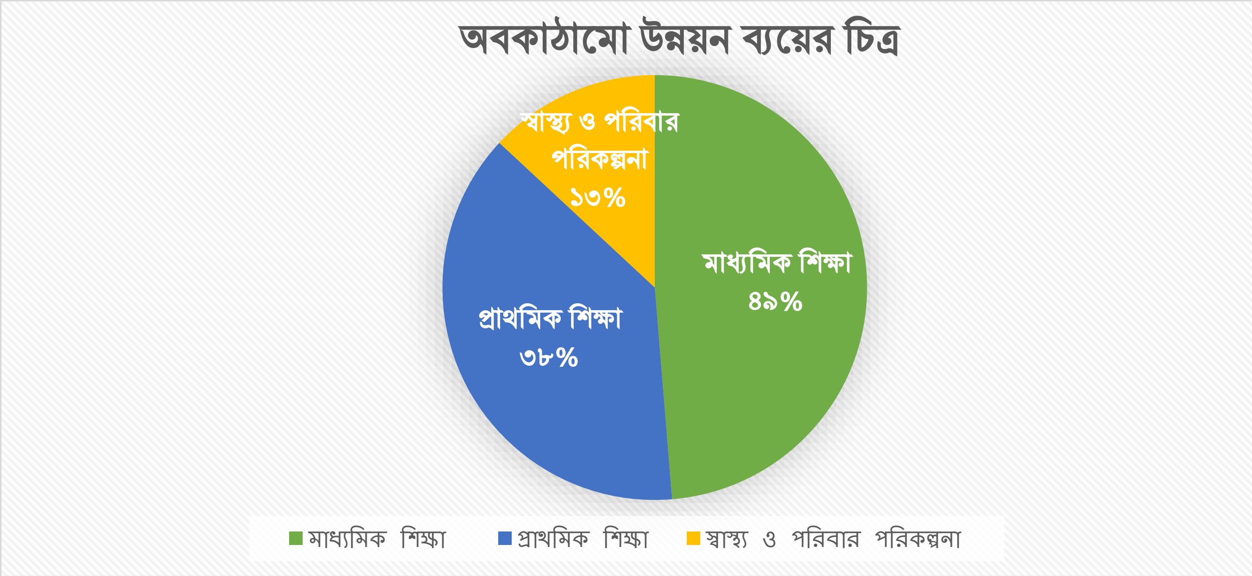

অধ্যায় ৫: প্রকল্পের ফলাফল

৫.১ উল্লেখযোগ্য সাফল্য ও অর্জন:

১. **নারীর অংশগ্রহণে দৃষ্টান্তমূলক অগ্রগতি:**
মোট ২০৩৫ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ১৯৬০ জনই নারী, যা শান্তিগঞ্জ উপজেলায় নারীর ক্ষমতায়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধির এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

২. **শিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়ন:**
ইংরেজি ও গণিত বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণের ফলে শিক্ষকরা আরও ফলপ্রসূভাবে পাঠদান করতে সক্ষম হচ্ছেন, যা শিক্ষার্থীদের একাডেমিক সাফল্যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

৩. **প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে কিশোরীদের সচেতনতা বৃদ্ধি:**
প্রজনন স্বাস্থ্য ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে কিশোরী শিক্ষার্থীরা স্বাস্থ্য সচেতনতা ও ব্যক্তিগত সুরক্ষার জ্ঞান অর্জন করেছে, যা তাদের সুস্থ ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

৪. **কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান:**
শীতল পাটি, বাঁশ ও বেত শিল্পে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় পেশাজীবীদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নতুন আয়ের পথ তৈরি হয়েছে।

৫. **ডিজিটাল সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অনলাইন কর্মসংস্থান:**
ডিজিটাল মার্কেটিং প্রশিক্ষণের ফলে শিক্ষিত বেকার যুবক ও যুব মহিলারা অনলাইনে কাজের দক্ষতা অর্জন করেছে, যা ডিজিটাল অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে।

৬. **শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সংকট নিরসন:**
৬২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট ১১০৭ জোড়া উঁচু-নিচু বেঞ্চ সরবরাহের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষের আসন সংকট দূর হয়েছে, পাঠদানের পরিবেশ উন্নত হয়েছে।

৭. **বন্যা পরবর্তী শিক্ষাবান্ধব পদক্ষেপ:**
২০২২ সালের ভয়াবহ বন্যার পর বেঞ্চ সংকটে থাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বেঞ্চ সরবরাহ একটি সময়োপযোগী ও কার্যকর পদক্ষেপ ছিল এবং সরবরাহকৃত বেঞ্চগুলো পরিবেশবান্ধব ও পানি সহনীয় হওয়ায় স্থায়িত্বশীল ।

৮. **স্বাস্থ্য খাতে গুণগত সেবা সম্প্রসারণ:**
৫টি এফডব্লিউসি ও ৫টি কমিউনিটি ক্লিনিকে ডেলিভারি টেবিল, হাসপাতাল বেডসহ বিভিন্ন মেডিকেল সরঞ্জাম সরবরাহের মাধ্যমে গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নত হয়েছে।

৯. **পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন:**
পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে সর্বাধিক জনগুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন উপ-প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে গুণগতমান সম্পন্ন স্থায়িত্বশীল উন্নয়নে অবদান রেখেছে; যা অন্যান্য উপ-প্রকল্প গ্রহণ পদ্ধতি ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হচ্ছে।

৫.২ পরিচালন ব্যবস্থা ও উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ

উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (UGDP) বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে **শান্তিগঞ্জ উপজেলার ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য, সামাজিক বাস্তবতা এবং স্থানীয় প্রশাসনিক কাঠামো** বেশকিছু চ্যালেঞ্জের সৃষ্টি করেছে। এসব চ্যালেঞ্জ প্রকল্পের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ এবং টেকসই উন্নয়নের প্রতিটি স্তরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বেশ কিছু প্রভাব ফেলেছে।

প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্মুখীন চ্যালেঞ্জগুলো মূলত দুটি প্রধান ক্ষেত্রে বিভাজিতভাবে চিহ্নিত করা যায়:
১) **উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ**
২) **উপজেলা পরিষদের পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ**

উপরে উল্লিখিত উভয় ক্ষেত্রেই শান্তিগঞ্জ উপজেলার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও ভৌগলিক প্রতিবন্ধকতা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। হাওর অধ্যুষিত অঞ্চলের দুর্গমতা, মৌসুমভিত্তিক প্রতিকূলতা এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে পরিচালন পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রকল্প বাস্তবায়নে যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা তৈরি করেছে। একইসঙ্গে, দক্ষ জনবলের অভাব, উপজেলা পরিষদের আইন ও পরিচালন পদ্ধতি সম্পর্কে অধিকাংশের পরিপূর্ণ ধারনার ঘাটতি এবং মানসিকতার ঘাটতি প্রকল্পের কাঙ্খিত ফলাফল অর্জনে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করেছে।

১) উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ

- **প্রকল্প গ্রহণে দীর্ঘসুত্রতা:**
  প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় নেয়া হয়। কারণ প্রচলিত ব্যবস্থায় সাধারণত ডিসেম্বর/জানুয়ারি মাসে প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ এবং প্রকল্প বাছাই সম্পর্কিত সভা করা হয়ে তাকে।তাই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ, অনুমোদন করা অনেক ক্ষেত্রের সম্ভব হয়ে উঠে না এবং প্রকল্প নির্বাচনে সময়ক্ষেপণ ও জটিলতা দেখা যায়।
- **প্রকল্প অনুমোদন ও প্রাক্কলন তৈরিতে দীর্ঘসূত্রতা**
  প্রকৌশল দপ্তরে জনবল স্বল্পতার কারণে প্রকল্পের প্রাক্কলন তৈরিতে দেরি হয়, যা প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটায়।

- **ঠিকাদারের গাফিলতি এবং সময়ক্ষেপন:**
  কার্যাদেশপ্রাপ্ত ঠিকাদারদের গড়িমসি, সাব-কন্ট্রাক্টিং প্রবণতা ও স্বচ্ছতার অভাব প্রকল্প বাস্তবায়নে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। অবকাঠামো উন্নয়নে মান বজায় রাখা ও সময়মতো কাজ সম্পন্ন করা কঠিন হয়ে পড়ে।
- **হাওর এলাকার দুর্গমতা**
  শান্তিগঞ্জ উপজেলার বৃহৎ অংশ হাওর হওয়ায় বর্ষা মৌসুমে এসব এলাকায় প্রকল্প বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও ফলোআপ অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে, যা বাস্তবায়নের গুণগত মান ও কার্যকারিতা নিরীক্ষায় বাধা সৃষ্টি করে।
- **প্রশিক্ষণ ও মানবসম্পদ উন্নয়নে সীমাবদ্ধতা**
  প্রশিক্ষণার্থীদের নির্বাচন সঠিকভাবে না হওয়ায় অনেক সময় প্রশিক্ষণ কার্যকর হয়নি। প্রশিক্ষণ পরবর্তী ফলোআপ না থাকায় দীর্ঘমেয়াদে এর প্রভাব ও ফলাফল অনিশ্চিত থেকে গেছে।

২) উপজেলা পরিষদের পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ

- **বাজেট ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় দক্ষতার অভাব**
  বাজেট প্রণয়ন ও আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল না থাকায় সময়মতো বাজেট ও বার্ষিক আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে।
- **পরিকল্পনা প্রণয়নে অনীহা**
  বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মাঝে আগ্রহের অভাব এবং পর্যাপ্ত দক্ষতা না থাকায় কার্যকর ও জনমুখী পরিকল্পনা গৃহীত হয় না।
- **কমিটির সভা আয়োজনে অনীহা:**
  উপজেলা কমিটি ও উপ-কমিটির নিয়মিত সভা আয়োজনের অনীহা এবং সময়সূচি না মানার কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হয়েছে।উপজেলায় একই বিষয়ে একাধিক কমিটি এবং অনেক ক্ষেত্রে উপজেলা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মাসিক সভায় কম গুরুত্ব পাওয়া, বরং মাসিক সভায় ব্যক্তিগতভাবে প্রস্তাব উপস্থাপনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াই উপজেলা কমিটির সভা আয়োজনে নিরুৎসাহিত হওয়ার অন্যতম কারণ।
- **ওয়েব পোর্টাল হালনাগাদে বিলম্ব**
  তথ্য ব্যবস্থাপনায় অনাগ্রহ এবং কারিগরি সক্ষমতার অভাবে উপজেলা পরিষদের ওয়েব পোর্টাল নিয়মিত হালনাগাদ করা সম্ভব হয়নি, যা স্বচ্ছতা ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি বড় সীমাবদ্ধতা।
- **ইউডিএফ-এর উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা**
  বিভিন্ন দপ্তরে প্রকল্প প্রস্তাবনা থেকে শুরু করে- বাস্তবায়ন এবং পরবর্তী প্রতিবেদন, ফলোআপ মনিটরিং সবক্ষেত্রেই দপ্তরগুলোর ইউডিএফ-এর উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা দপ্তরগুলোর নিজস্ব সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর তাছাড়া প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট গভর্ন্যান্সের বিভিন্ন বিষয়ে ইউডিএফ-দের উপর অতিমাত্রায় চাপ প্রয়োগ করার ফলে ইউডিএফগণ নিজেদের পারফরমেন্সের কথা চিন্তা করে- গভন্যান্স বিষয়ক প্রায় সমস্ত ডকুমেন্ট তৈরী করে দেয় বিধায় প্রায় সকলেই মনে করে গভন্যান্স হলো ইউডিএফ-এর কাজ।তাই একজন ইউডিএফ-এর পক্ষে ৩ টা উপজেলার দ্বায়িত্বপালন করা খুবই কঠিন।

৫.৩ মূল্যবান শিখন ও অভিজ্ঞতা

১. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সংক্রান্ত উদ্ভাবনী অনুশীলন

- **ওয়েব পোর্টালভিত্তিক সক্ষমতা যাচাই ও প্রকল্প তথ্য প্রকাশ:** প্রকল্পের কার্যক্রম ও বাস্তবায়নের তথ্য ওয়েব পোর্টালে উন্মুক্ত করার মাধ্যমে স্বচ্ছতা, জনসচেতনতা ও জবাবদিহিতার নতুন এক ধারা সূচিত হয়েছে এবং অন লাইন পিএ এসেসমেন্ট সামগ্রিকভাবে পরিচালন ব্যবস্থা এবং তথ্য প্রবাহে দ্বার উন্মুক্ত করেছে। অর্থাৎ পদ্ধতিগত উন্নয়ন বরাদ্দ প্রদান কৌশল জনগণের তথ্য জানার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে।
- **উন্মুক্ত দরপত্র ও আংশিক বিলবিহীন বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া:** প্রকল্প বাস্তবায়নে উন্মুক্ত দরপত্র বাধ্যতামূলক এবং চলমান বিল/আংশিক বিল প্রদান নিষিদ্ধ—যা প্রকল্পের গুণগতমান ও কার্যকারিতাকে শক্তিশালী করেছে।

২. উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কাঠামোর দক্ষতা

- **বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে প্রকল্প নির্বাচন:** স্থানীয় চাহিদা ও পরিকল্পনার ভিত্তিতে উপ-প্রকল্প নির্বাচন দ্রুত ও টেকসই বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা রাখে।
- **অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বাজেট বরাদ্দ:** ইউনিয়নভিত্তিক নয় বরং অগ্রাধিকারভিত্তিক বরাদ্দ নীতিমালা প্রকৃত প্রয়োজন বিবেচনায় উন্নয়ন নিশ্চিত করে।

৩. টেকসই উন্নয়নের জন্য বহুমাত্রিক কৌশল

- **শক্তিশালী যোগাযোগ, সমন্বয় ও পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা:** টেকসই উন্নয়নের জন্য উপজেলা পর্যায়ে জনপ্রতিনিধি, ইউএনও ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় অপরিহার্য।
- **কার্যকর পর্যবেক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণ:** প্রকল্প পর্যবেক্ষণের প্রক্রিয়া ও গুণগত মান যাচাইয়ের পদ্ধতি, নিয়মিত মনিটরিং উন্নয়ন প্রকল্পের মানোন্নয়নে বড় ভূমিকা রাখে।

৪. মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সামাজিক প্রভাব

- **কারিগরি ও আইজিএ প্রশিক্ষণ:** বেকার যুবকদের কারিগরি প্রশিক্ষণ দ্রুত কর্মসংস্থান ও জীবিকায়নের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। প্রশিক্ষণার্থীদের যথাযথ বাছাই ফলাফল অর্জনের পূর্বশর্ত।
- **শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সরঞ্জাম সরবরাহ:** শিক্ষা উপকরণ সরবরাহে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে; পাশাপাশি স্বাস্থ্য সরঞ্জাম সরবরাহের মাধ্যমে এফডব্লিউসি ও কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন হয়েছে।

৫. রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা ও জনগুরুত্বের প্রতি অগ্রাধিকার

- **প্রকল্প নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ভৌগলিক ও রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা:** প্রকল্প বাছাইয়ে রাজনৈতিক সীমারেখা নয়, জনগুরুত্বকে প্রাধান্য দেওয়ার কৌশল অধিক কার্যকর হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

৬. ছোট/ক্ষুদ্র প্রকল্প গ্রহণের সুযোগ না থাকা:

- **দৃশ্যমান প্রকল্প গ্রহণ:** ইউজিডিপি এর আওতায় অবকাঠামো উন্নয়নমূলক উপ-প্রকল্প কমপক্ষে ১০ লক্ষ টাকা (ভ্যাট ও ট্যাক্স ব্যতীত) বাধ্যতামূলক হওয়ায় এখানে ছোট উপ-প্রকল্প গ্রহণের সুযোগ নেই। তাই অগ্রাধিকারভিত্তিক তুলনামূলকভাবে বড় জনগুরুত্বপূর্ণ উপ-প্রকল্প স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে একটি উপজেলার নির্দিষ্ট এক বা একাধিক সমস্যা সমাধানে কার্যকরী ও টেকসই ভূমিকা পালন করে।

অধ্যায় ৬: উপসংহার ও সুপারিশ

৬.১ প্রকল্পের সার্বিক উপসংহার

শান্তিগঞ্জ উপজেলায় ইউজিডিপি (UGDP) প্রকল্পের বাস্তবায়ন একটি কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। প্রকল্পটি শুধু অবকাঠামোগত উন্নয়নেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং এর মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাপনার মধ্যে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, অংশগ্রহণ ও টেকসই উন্নয়নের একটি কার্যকর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় গৃহীত প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্যবিষয়ক উদ্যোগসমূহ নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা, এবং দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে স্থানীয় অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করেছে। অবকাঠামোগতভাবে স্কুলে আসবাবপত্র সরবরাহ এবং স্বাস্থ্যসেবায় প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি প্রদানের মাধ্যমে জনগণের মৌলিক সেবায় প্রবেশাধিকারে দৃশ্যমান অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন যেমন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, মাসিক সভা, বাজেট প্রণয়ন, এবং ওয়েবপোর্টালভিত্তিক তথ্যপ্রকাশ- এগুলো স্থানীয় সরকারকে জনগণের নিকট আরও কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক করে তুলেছে।
তবে প্রকল্প বাস্তবায়নে সময়ক্ষেপণ, দুর্বল সমন্বয়, প্রশিক্ষণের সীমাবদ্ধতা এবং অতিমাত্রায় ইউডিএফ নির্ভরতার মতো কিছু কাঠামোগত ও প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জ এখনও রয়ে গেছে — যা ভবিষ্যৎ প্রকল্পগুলোর জন্য শিখন হিসেবে বিবেচ্য।

সার্বিকভাবে, ইউজিডিপি শান্তিগঞ্জ উপজেলায় একটি স্বচ্ছ, অংশগ্রহণমূলক এবং টেকসই উন্নয়ন কাঠামোর সূচনা করেছে যা ভবিষ্যতের জন্য একটি মডেল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

৬.২ ভবিষ্যৎ বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ

১. প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও দায়িত্ববোধ জোরদার

- উপজেলা পরিষদের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বাজেট, পরিকল্পনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষতা বাড়ানো প্রয়োজন।
- ইউডিএফ-এর উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা হ্রাস করে, বিভাগীয় কর্মকর্তাদের স্বয়ংক্রিয়ভাবে দায়িত্ব পালনের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পিএমইউকে পদ্ধতিগত ও কৌশলগত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

২. উন্নয়ন পরিকল্পনায় বাস্তবতা ও জনগুরুত্ব প্রতিফলন

- প্রকল্প নির্বাচন ও অগ্রাধিকার নির্ধারণে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা দরকার, যাতে প্রকল্প বাস্তবতাসম্পন্ন ও সময়োপযোগী হয়।
- রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা বজায় রেখে প্রকল্প বাছাই প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ ও তথ্যভিত্তিক করতে হবে।

৩. প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উপর জোর

- প্রশিক্ষণার্থীদের বাছাইয়ে মানদন্ড নির্ধারণ এবং পরবর্তী ফলোআপ নিশ্চিত করতে হবে যাতে প্রশিক্ষণের প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয়।
- প্রশিক্ষণের শেষে স্বল্পমেয়াদি মূল্যায়ন ও মাঝারি মেয়াদে ফলাফল পর্যালোচনার ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে আরো অধিক বরাদ্দ প্রদান করা যেতে পারে এবং সেই সঙ্গে উপ-প্রকল্প ব্যয়ের মনিটরিং জোরদার করতে হবে।

৪. টেকসই উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষা

- প্রকল্প সমাপ্তির পরেও স্থায়িত্বশীলতা(sustainability) নিশ্চিত করতে উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন বাজেট ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনায় বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক।

অধ্যায় ৭: সাফল্য গল্প ও সেরা অনুশীলন

শিক্ষা খাতে শান্তিগঞ্জ উপজেলার কার্যকর ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পদক্ষেপ

COVID-১৯ মহামারির কারণে দীর্ঘদিন শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীরা ব্যাপকভাবে পিছিয়ে পড়ে। এরই মাঝে ২০২২ সালের বিধ্বংসী বন্যা শান্তিগঞ্জ উপজেলার শিক্ষা খাতকে আরও বিপর্যস্ত করে তোলে। বন্যয় অনেক শিক্ষা প্রথিষ্ঠানের কাঠের তৈরী বেঞ্চ নষ্ঠ হয়ে পড়ায় শ্রেণিকক্ষে পাঠদান কার্যক্রমে চরম ব্যাঘাত ঘটে। ফলে বেঞ্চ সংকট একটি জরুরি সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়।

বন্যা পরবর্তী সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ উপজেলা পরিষদে বেঞ্চের চাহিদা তুলে ধরেন। পরিস্থিতির তাৎপর্য অনুধাবন করে উপজেলা পরিষদ দ্রুত একটি সমন্বিত ও প্রয়োজনভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে।যার মূল লক্ষ্যই ছিল একটি বড় সমস্যাকে চিহ্নিত করে তার সমাধানের চেষ্টা করাএবং তার প্রেক্ষিতেই শিক্ষা খাতের অবকাঠামোগত ঘাটতি নিরসনে "উঁচু-নিচু বেঞ্চ সরবরাহ" শীর্ষক অবকাঠামো উন্নয়নমূলক উপ-প্রকল্পসমূহ সকল অংশীজন মিলে প্রস্তাব করে ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়। যা অনেকটা সিঙ্গেল গোল অর্জনের সামগ্রিক প্রয়াসই বলা যায়।

প্রকল্পগুলো যথাযথ এবং মানসম্মতভাবে বাস্তবায়িত হয় এবং শান্তিগঞ্জ উপজেলার শিক্ষা খাতে বাস্তবায়িত বেঞ্চ সরবরাহ প্রকল্পসমূহ সময়োপযোগী ও চাহিদাভিত্তিক এক সফল উদাহরণ হয়ে উঠে।

২ অর্থবছরে ৩টি উপ-প্রকল্পের আওতায় ৩৬টি প্রাথমিক এবং ২৬টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মোট ১,১০৭ জোড়া বেঞ্চ সরবরাহ করা হয়। এতে প্রায় ৫,০০০ শিক্ষার্থী-যাদের মধ্যে ২,৬৫০ জন ছাত্র এবং ২,৩৫০ জন ছাত্রী-সরাসরি উপকৃত হয়। প্রকল্পে মোট ব্যয় হয় ৭৮,৪৭,০২২ টাকা।

নতুন বেঞ্চ সরবরাহের ফলে শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ হয়েছে আরামদায়ক। প্রাথমিক ফলাফল হিসেবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বেঞ্চের অভাব দূর হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এখন স্বাচ্ছন্দ্যে শ্রেণিকক্ষে বসতে পারছে এবং পাঠদানে নিয়মিত হচ্ছে। ফলত, শিক্ষার পরিবেশ হয়ে উঠেছে মানবিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও শিক্ষার্থীবান্ধব।

প্রভাব: শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ও উপস্থিতি বেড়েছে, ক্লাসে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদে এটি মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

প্রধান শিক্ষক নোমান আহমেদ বলেন, *"নতুন বেঞ্চ শিক্ষার্থীদের আনন্দ দিয়েছে ও গ্রুপভিত্তিক শিক্ষায় সহায়ক হয়েছে।"*

ইউনিয়ন চেয়ারম্যান শাহিনুর রহমানের মতে, *"এটি শিক্ষার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।"*

উপসংহার

শান্তিগঞ্জ উপজেলার বেঞ্চ সরবরাহ প্রকল্পগুলো কেবল একটি অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্প নয়; এটি এক যুগান্তকারী উদ্যোগ যা সংকটকালীন সময়কে সম্ভাবনায় রূপ দিয়েছে , শিক্ষা খাতের বড় একটি সমস্যাকে সমাধান করেছে এবং শিক্ষা খাতে মানবিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই পরিবর্তন আনয়নের এই সফল প্রকল্পগুলো অন্যান্য উপজেলায় রোল-মডেল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। যা শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করে, এসডিজি ৪ (মানসম্মত শিক্ষা) অর্জনের ক্ষেত্রে অবদান রাখবে।

অধ্যায় ৮: আলোকচিত্র

হোসাইন আহমদ বিপ্লব
ইউডিএফ,ইউজিডিপি
ইউডিএফ আইডি: ১৫৬
স্থানীয় সরকার বিভাগ
শান্তিগঞ্জ,সুনামগঞ্জ